আজ ঢাকায় গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে আট দলের সমাবেশ

সংগৃহীত ছবি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সাংবিধানিক আদেশ জারি ও নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে যুগপৎ কর্মসূচি পরিচালনাকারী আটটি সমমনা রাজনৈতিক দল একত্রিত হচ্ছে।

এই আটটি দল হলো— বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)।

দলগুলো এর আগে গত ৭ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় তারা আজকের সমাবেশের ঘোষণা দেয়। দুপুর ২টায় ঐতিহাসিক পল্টন মোড়ে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে 'জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবি' তুলে ধরা হবে।

সমাবেশে বক্তব্য দেবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মো. রেজাউল করিম (পীর চরমোনাই), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, নেজামে ইসলাম পার্টির আমির অধ্যক্ষ মাওলানা সরওয়ার কামাল আজিজী, জাগপার সহ-সভাপতি ও মুখপাত্র প্রকৌশলী রাশেদ প্রধান, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী এবং বিডিপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল হক চাঁন।

দলগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাবেশ সফল করতে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য নেতাকর্মীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদুর রহমান আজাদ সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "একদিকে নির্বাচন ও আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে, অন্যদিকে রাজপথে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবারের সমাবেশ থেকেই সরকার বুঝতে পারবে জনগণ আসলে কী চায়।"

তিনি আরও বলেন, "জনগণের ইচ্ছাই এই দেশের প্রকৃত বার্তা। সরকার যদি তা উপলব্ধি করে, তবে পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়ন করাই হবে সঠিক পদক্ষেপ।"

পাঁচ দফা দাবি:

১. জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক আদেশ জারি এবং নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজন।

২. আগামী জাতীয় নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালু করা।

৩. সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।

৪. সরকারের জুলুম, নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা।

৫. স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের সহযোগী দল জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ আট দলের শীর্ষ নেতারা সমাবেশে জনগণের অংশগ্রহণ ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।